মেহেরপুরে প্রেমিকার হাতের কব্জি কেটে বিচ্ছিন্ন করলো প্রেমিক, বাবা-মাও আহত

মেহেরপুর শহরে গভীর রাতে বাড়িতে ঢুকে প্রেমিকার ডান হাত কুপিয়ে কবজির ওপর থেকে বিচ্ছিন্ন করার অভিযোগ উঠেছে সায়ন নামের এক যুবকের বিরুদ্ধে। মেয়েকে বাঁচাতে এগিয়ে এলে প্রেমিকার বাবা ও মাকেও কুপিয়ে আহত করে পালিয়ে যায় ওই যুবক।

মঙ্গলবার দিবাগত গত রাত দেড়টার দিকে শহরের লর্ড মার্কেট এলাকায় ইলেকট্রনিক ব্যবসায়ী সেলিম হোসেনের বাড়িতে এ ঘটনা ঘটে।

আহতরা হলেন—লর্ড মার্কেট এলাকার ইলেকট্রনিক ব্যবসায়ী সেলিম হোসেন, তার স্ত্রী রেবেকা খাতুন এবং তাদের মেয়ে স্মৃতি আক্তার। এ ঘটনায় স্মৃতি আক্তারের ডান হাত কবজির ওপর থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। গুরুতর আহত তিনজনকে প্রথমে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে নেওয়া হয়। পরে অবস্থার অবনতি হলে উন্নত চিকিৎসার জন্য তাদের ঢাকায় রেফার করা হয়েছে।

অভিযুক্ত শায়ন শহরের মল্লিকপাড়া এলাকার হোটেল ব্যবসায়ী আবু তালেবের ছেলে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, বুধবার রাত দেড়টার দিকে সায়ন সেলিম হোসেনের বাড়িতে প্রবেশ করে তার মেয়ে স্মৃতি আক্তারের ওপর ধারালো অস্ত্র দিয়ে হামলা চালায়। একপর্যায়ে কুপিয়ে স্মৃতির ডান হাত কবজির ওপর থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়। মেয়ের চিৎকার শুনে পাশের কক্ষ থেকে তার বাবা-মা এগিয়ে এলে তাদেরও কুপিয়ে আহত করে দ্রুত ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায় অভিযুক্ত যুবক।

পরে স্থানীয়রা গুরুতর আহত অবস্থায় তিনজনকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যান। খবর পেয়ে মেহেরপুর সদর থানা পুলিশের একাধিক দল ঘটনাস্থলে পৌঁছে অভিযুক্তকে গ্রেপ্তারে অভিযান শুরু করে। মেহেরপুর সদর থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) হুমায়ন কবীর ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, অভিযুক্ত শাইওনকে গ্রেপ্তারে পুলিশের অভিযান চলছে। হামলার কারণ ও পূর্ববিরোধের বিষয়টি খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

এ ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।

মেহেরপুরে প্রেমিকের সঙ্গে ঘুরতে গিয়ে কলেজ ছাত্রীকে গণধর্ষণ, দুই যুবক আটক

মেহেরপুরে প্রেমিকের সঙ্গে ঘুরতে গিয়ে এক কলেজ ছাত্রী গণধর্ষণের শিকার হয়েছেন।

গত বুধবার সন্ধ্যায় সদর উপজেলার রাজাপুর গ্রামের মাঠে এ নৃশংস ঘটনাটি ঘটে। এ ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে দুই যুবককে আটক করেছে পুলিশ। আরেক অভিযুক্ত এখনও পলাতক রয়েছে।

আটকরা হলেন— মেহেরপুর সদর উপজেলার রাজাপুর গ্রামের আফতাব আলীর ছেলে আশরাফুল ইসলাম এবং জুমাত আলীর ছেলে রাকিবুল ইসলাম। পলাতক অভিযুক্ত মিনারুল একই গ্রামের নজরুল ইসলামের ছেলে।

পুলিশ জানায়, ঘটনার রাতেই ভুক্তভোগী কলেজছাত্রী নিজে বাদী হয়ে তিনজনকে আসামি করে ধর্ষণের মামলা দায়ের করেছেন। পরদিন বৃহস্পতিবার দুপুরে অভিযান চালিয়ে আশরাফুল ও রাকিবুলকে আটক করে। আজ শুক্রবার তাদের কারাগারে পাঠানো হয়েছে।

মামলার এজাহারে বলা হয়, গত বুধবার বিকেলে মেহেরপুর সরকারি মহিলা কলেজের এইচএসসি পরীক্ষার্থী ওই ছাত্রী তার প্রেমিকের সঙ্গে মোটরসাইকেলযোগে শহরের বিভিন্ন স্থানে ঘুরতে বের হন। সন্ধ্যার পর তারা রাজাপুর গ্রামের মাঠের রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময় তিন যুবক তাদের গতিরোধ করে। একপর্যায়ে প্রেমিকের গলায় ধারালো অস্ত্র ঠেকিয়ে তাকে পাশের ইউপি সদস্য চঞ্চলের ভাটার পেছনের আমবাগানে নিয়ে যায় তারা। সেখানে ২০ হাজার টাকা চাঁদা দাবি করা হয়। টাকা না দিলে দু’জনকে বিবস্ত্র করে ছবি ছড়িয়ে দেওয়ার হুমকি দেওয়া হয়।

চাপে পড়ে প্রেমিক তার প্রেমিকাকে তাদের কাছে রেখে টাকা আনতে

মেহেরপুর শহরের দিকে চলে যান। টাকা নিয়ে ফিরে এসে তিনি দেখতে পান প্রেমিকা কান্নাকাটি করছেন। পরে ছাত্রী জানান, তিন যুবক তাকে জোরপূর্বক ধর্ষণ করেছে। এরপর প্রেমিক স্থানীয় লোকজনকে খবর দিলে তারা এসে মেয়েটিকে উদ্ধার করে।

মেহেরপুর সদর থানার ওসি (অপারেশন) জাহাঙ্গীর সেলিম বলেন, “ভুক্তভোগী নিজে বাদী হয়ে মামলা করেছেন। ঘটনার সঙ্গে জড়িত দুইজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। পলাতক আসামিকে ধরতে পুলিশের অভিযান চলছে। ভুক্তভোগীর মেডিকেল পরীক্ষা সম্পন্ন হয়েছে।”

গাংনীতে প্রেমিকার বিয়ে হয়ে যাওয়ায়, প্রেমিকের আত্মহত্যা

প্রেমিকার অন্যত্রে বিয়ে হয়ে যাওয়ায় আত্মহত্যা করেছেন রাজা হোসেন (১৮) নামের এক কিশোর।

রাজা গাংনীর উপজেলার সীমান্তবর্তি সহড়াতলা গ্রামের ছিটাপাড়া এলাকার মনিরুল ইসলামের ছেলে। সে পেশায় একজন রাজমিস্ত্রি। আজ রবিবার (১৭ নভেম্বর) সকাল সাড়ে ৮ টার সময় নিজ ঘরের আড়ার সাথে গলায় প্যান্টের বেল্ট পেঁচিয়ে ঝুলে আত্মহত্যা করেন। তেঁতুলবাড়িয়া ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক সংরক্ষিত নারী সদস্য বিথীয়ারা খাতুন এই তথ্য নিশ্চিত করেন।

পারিবারিক সূত্রের বরাত দিয়ে তিনি জানান, রাজা হোসেনের স্থানীয় একটি মেয়ের সাথে প্রেমের সম্পর্ক ছিল। সম্প্রতি তার সাথে বিয়ের দিনক্ষণ ও নাকমাছি পরানো হয়েছিল। কিন্তু মেয়ে পক্ষ পরে বিয়ে দেইনি। নাকমাছিও ফেরত পাঠিয়েছে। এক সপ্তাহ আগে সেই মেয়েটির বিয়ে হয়ে গেছে। কয়েকদিন যাবৎ রাজা বিমর্ষ ছিল। আজ সকালে সে আত্মহত্যা করেছে।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বানী ইসরাইল এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, খবর পাওয়ার পর পুলিশ ঘটনাস্থলে গেছে। সুরোতহাল রিপোর্ট করে মরদেহ উদ্ধারের প্রক্রিয়া চলছে।